শ্রদ্ধাঞ্জলি

কয়েক দিন একনাগারে ঘুম হচ্ছিল না। কেমন একটা ভারী কষ্ট বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল , কাল নিজ হাতে প্রিয় লেখক কে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে , তার কফিন কে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করে এলাম তোমার লেখাকে কখনো বৃথা হতে দেব না।

অলসতা আমায় কখন ও লিখতে সহযোগিতা করেনি, যদিও পাঠক হিসেবে আমি ভীষন মনোাযোগী। আজ মনে হয় আমাদের ও লেখা উচিত যা আমরা আমাদের মুক্তির জন্য বাস্তবে চাই, যা আমাদের দাবি, মানুষ হিসেবে সব অধিকার। ধর্মের চোরাবালিতে জন্ম থেকে আবদ্ধ করে রাখার জন্য যে গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে তাকে ঐশ্বরিক নয়, ক্ষমতাসীন পুরুষ কতৃক এগুলো রচিত হয়েছে তা বুঝতে সবাইকে সচেতন করতে হবে। আর এই গ্রন্থগুলো নারীদের সুকৌশলে আবদ্ধ করেছে পুরুষের দাসী হিসেবে।

পুরুষ তন্ত্রের কাছে আমাদের নত করে রেখেছে, তা লিখেছেন এই মহিয়সী সাহসী লেখক তার নারী বা দ্বিতীয় লিঙ্গ পুস্তকে। তিনি খুব ই যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন কোন কোন গ্রন্থে কোন অধ্যয়ে নারীদের অবমান না করা হয়েছে, যদিও এই গুলো লিখতে অনেক পুস্তকের রেফারেনস তাকে নিতে হয়েছে।

তার এই সব লেখা আমার মতে একজন নারী হিসেবে সবার ই পড়া উচিত, জানা দরকার ধর্মগ্রন্থের অসারতাগুলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেকেই ওনার বই না পরেই এমন সব মন্তব্য করছে যা রীতিমত অন্যায়। আর অনেককে দেখেছি পড়তে ভয় পায় যদি এই ধরনের বই পরে তার নিজ ধর্মই নষ্ট হয়ে যায়, কেউ বা বুঝতেই পারেনা- এত গভীরতাই তার মগজে নেই। তবু সবাইকে অনুরোধ করছি ওনার প্রবন্ধগুলো পড়ার জন্য। বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু জেনে রাখতে অসুবিধা কোথায়?

গতকাল ২৭ তারিখে তার মরদেহ অবশেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছে। এয়ারপোর্ট থেকে তাকে প্রথমে তাঁর নিজ বাসভবনে নেয়া হয়।আমার খুব ই দুর্ভাগ্য তাকে শেষবার দেখতে পেলাম না। আমি প্রায় দেড় ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তার জন্য অপেক্ষা করে না থেকে যদি ওনার বাসায় চলে যেতাম তাহলে শেষবার প্রিয় মানুষকে একবার দেখতে পেতাম। ক্যাম্পাসে বা শহীদ মিনারে কোথাও আর তার কফিন উন্মোচন করা হল না, ইচ্ছা ছিল তার মরদেহকে একেবারে কবরে রেখে আসব। কিন্তু যেহেতু অনেক রাত হয়ে যাবে তাই হল না।

তবে আমার একটা ব্যাপার এখানে কেমন যেন খটকা লেগেছে , যে মানুষ নিজেকে মুক্তমনা ভাবতেন, নিজেকে নাস্তিক বলতেন প্রকাশ্যে সেই মানুষকে কেন দু দু বার ধর্মীয় প্রথামতে জানাজা দেয়া হল? কেন?

খুব কি প্রয়োজন ছিল? কারণ আমরা ত জানি মৃত্যর পরে সব শেষ। তবে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ক্যাম্পাস বা শহিদ মিনারে নেয়ার দরকার ছিল, কিন্তু মসজিদে নিয়ে জানাজা এই নির্ভীক মুক্তমনা মানুষকে কি শেষবারের মত পরিহাস করা হল না?কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন ?

বেনু অধিকারী
২৮/৮/০৪